

2217 - ইস্তিখারার নামাযের পদ্ধতি ও ইস্তিখারার দোয়ার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইস্তিখারার নামাযের পদ্ধতি কিভাবে? ইস্তিখারার নামাযে কোন দোয়া পড়তে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইস্তিখারার নামাযের দোয়া জাবরে বনি আব্দুল্লাহ আল-সুলামি (রাঃ) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সর্ববর্ষিয়ে ইস্তিখারা করা শিক্ষা দতিনে; যত্বাবে তিনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দতিনে। তিনি বলতেন: তোমাদের কউে যখন কোন কাজরে উদ্যোগ নেয়ে তখন সে যনে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ুে। অতঃপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ تَسْمِيهِ بَعِينَهُ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [وَاصْرِفْهُ عَنِّي] ، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমিআপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমিআপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনহি ক্ষমতা রাখনে; আমি ক্ষমতা রাখনা। আপনিজ্ঞান রাখনে, আমার জ্ঞান নহে এবং আপনিঅদৃশ্য বর্ষিয়ে সম্পূর্ণ পরজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নজিরে প্রয়োজনরে নামোল্লেখ করবুে) আমার বর্তমান ও ভবর্ষিত জীবনের জন্য কথিবা বলবুে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মরে পরিণামে কল্যাণকর হলুে আপনিতা আমার জন্য নর্ধারণ করে দনি। সটুে আমার জন্য সহজ করে দনি এবং তাতুে বরকত দনি। হে আল্লাহ! আর যদিআপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মরে পরিণামে কথিবা বলবুে, আমার বর্তমান ও ভবর্ষিতরে জন্য অকল্যাণকর হয়, তবুে আপনিআমাকুে তা থকে ফরিয়ুে দনি এবং সটুকুে আমার থকে ফরিয়ুে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষত্রে কল্যাণ নর্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকুে সটুর প্রতি সন্তুষ্ট করে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দনি।”[সহিহ বুখারী (৬৮৪১) এ হাদিসটির আরও কিছু রওয়ায়তে তরিমযিহি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে রয়েছে]

ইবনে হাজার (রহঃ) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন:

استخارة (ইস্তখারা) শব্দটি اسم বা বিশেষ্য। আল্লাহর কাছে ইস্তখারা করা মানে কোন একটি বিষয় বাছাই করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিকে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় বাছাই করে নিতে হবে, সে যেন ভালটিকে বাছাই করে নিতে পারে সে প্রার্থনা।

তাঁর কথা: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্ববিস্ময়ে ইস্তখারা করা শিক্ষা দতিনে” : ইবনে আবু জামরা বলেন, এটি এমন একটি আম (সাধারণ); যার থেকে কিছু একককে খাস (বিশেষায়িত) করা হয়েছে। কনেনা ওয়াজবি ও মুস্তাহাব কর্ম পালন করার ক্ষেত্রে এবং হারাম ও মাকরুহ বিষয় বর্জন করার ক্ষেত্রে ইস্তখারা করা যাবে না। তাই ইস্তখারার গণ্ডি সীমাবদ্ধ শুধু মুবাহ বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং এমন মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যে মুস্তাহাব অপর একটি মুস্তাহাবের সাথে সাংঘর্ষিক; সুতরাং দুইটির কোনটা আগে পালন করবে কথিবা কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা পালন করবে সেক্ষেত্রে। আমি বলব: এ সাধারণটি বড় ছোট সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উপর অনেকে বড় বিষয়ও নরিভর করে থাকে।

তাঁর কথা: “উদ্যোগ নয়”: ইবনে মাসউদরে হাদিসে এসছে, যখন তোমাদের কউ কোন কিছু করার সংকল্প করে, তখন সে যেন বলে।

তাঁর কথা: “সে যেন দুই রাকাত নামায আদায় করে... ফরয নামায নয়”: এ বাণীর মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ ফজররে নামাযকে বাদ দোয়া হয়েছে...। ইমাম নববী তাঁর ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে বলেছেন: উদাহরণস্বরূপ যদি যোহররে সুন্নত নামাযের পরে, কথিবা অন্যকোন নামাযের সুন্নতের পরে কথিবা সাধারণ নফল নামাযের পরে ইস্তখারার দোয়া করে...। তবে আপাত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি ঐ নামাযের সাথে ইস্তখারার নামাযেরও নয়িত করে তাহলে জায়যে হবে; নয়িত না করলে জায়যে হবে না।

ইবনে আবু জামরা বলেন, ইস্তখারার দোয়ার আগে নামায পড়ার রহস্য হল, ইস্তখারার উদ্দেশ্য হচ্ছে একসাথে দুনিয়া ও আখেরোতরে কল্যাণ লাভ করা। আর এটি পতে হলো রাজাধিরাজের দরজায় নক করা প্রয়োজন। আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন ও তাঁর কাছে ধরুণা দোয়ার ক্ষেত্রে নামাযের চয়ে কার্যকর ও সফল আর কিছু নহে।

তাঁর কথা: “অতঃপর সে যেন বলে”: এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ দোয়াটি নামায শেষ করার পরে পড়তে হবে। এমন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

একটি সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এক্ষেত্রে ক্রমধারা হবে নামাযের যাকিরি-আযকার ও দোয়াগুলো পড়ার পরে সালাম ফরানোর আগে ইস্তিখারার দোয়াটি পড়বে।

তাঁর কথা: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ এখানে ب হরফটি করণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে অর্থ হবে, ‘আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি; যহেতু আপনি অধিক জ্ঞানী’। এবং بِقُدْرَتِكَ এর মধ্যও ب হরফটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি; কারণ আপনি ক্ষমতাবান।) আবার ب হরফটি استعانة বা সাহায্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। (সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হবে, ‘আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি’।)

তাঁর কথা: (أَسْتَقْدِرُكَ) অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাছলি আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। আরকেটি অর্থে সম্ভাবনা রয়েছে, সটো হচ্ছে- আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- আপনি আমার তাকদীরে সটো রাখুন। উদ্দেশ্য হচ্ছে- আপনি আমার জন্য সটো সহজ করে দেন।

তাঁর কথা: (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (অর্থ- আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)। এ বাক্যের মধ্য এদকি ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহর দান হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তাঁর নয়োমত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর উপর কারো কোন অধিকার নাই। এটাই আহলে সুন্নাহর অভিমত।

তাঁর কথা: (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ) (অর্থ- কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নাই): এ কথার দ্বারা এদকি ইশারা করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ বান্দার জন্য যতটুকু তাকদীর বা নরিধারণ করে রেখেছেন এর বাইরে বান্দার কোন জ্ঞান বা ক্ষমতা নাই।

তাঁর কথা: (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ) (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ। অপর এক বর্ণনায় এসছে, ‘নজিরে প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে’): ভাবপ্রকাশের বাহ্যিক শৈলী থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রয়োজনটি উচ্চারণ করবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, দোয়া করার সময় মনে করলও চলবে।

তাঁর কথা: (..فَأَقْدِرْهُ لِي) (অর্থ- আপনি আমার জন্য নরিধারণ করে দেন): অর্থাৎ আমার জন্য সটো বাস্তবায়ন করে দেন। কথিবা অর্থ হবে আমার জন্য সটো সহজ করে দেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাঁর কথা: (فأصرفه عني وأصرفني عنه) (অর্থ, তবুে আপনাতা আমার থেকে ফরিয়ি়ে ননি এবং আমাকেও তা থেকে ফরিয়ি়ে রাখুন): অর্থাৎ সবে বশিয়টি ফরিয়ি়ে নেয়ার পরে আপনার অন্তর যনে সটোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে।

তাঁর কথা: (...رضني) (অর্থ আমাকে তাত সন্তুষ্ট রাখুন)। যনে আমি সটো না পাওয়াতে ও না ঘটাতে অনুতপ্ত না হই।
কনেনা আমি ততো চূড়ান্ত পরণিতজানি না। যদিও আমি প্রার্থনাকালে সটোর প্রতি সন্তুষ্ট ছলিম...

এ দোয়ার গুট রহস্য হচ্ছ যাত করে বান্দার অন্তর সেই বশিয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে; পরণিততি সো মানসকি অস্বস্ততি ভুগবে। সন্তুষ্ট বলতে বুঝায় তাকদীরের উপর অন্তরের স্বস্তি পাওয়া।

হাফযে ইবনে হাজার কৃত সহহি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সংক্ষপে সমাপ্ত। অধ্যায়: ‘কতিবুত তাওহীদ; উপ-অধ্যায়: ‘দোয়াসমূহ’।